অর্চ্চনাঙ্গভক্তি বিনাও শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি কোন একটি অঙ্গের সাধনের দ্বারা প্রেমলাভ করিতে পারা যায়—এইরূপ ভূয়োভূয়ঃ উল্লেখ করিয়াছেন। তথাপি পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজন শ্রীনারদ প্রভৃতি যেমন শ্রীগুরুচরণ হইতে দীক্ষাগ্রহণাদি করিয়াছেন এবং নিজ ইষ্টদেবের পূজা করিয়াছেন, সেই সকল মহাপুরুষগণের আচরণ যাঁহারা অনুসরণ করেন, তাঁহারা শ্রীগুরুচরণ আশ্রয় করতঃ ভগবন্মন্ত্রে দীক্ষাগ্রহণ করিবেন। কারণ দীক্ষাগ্রহণ ভিন্ন শ্রীভগবানের সহিত দাস্যাদি বিশেষ সম্বন্ধের উদ্বোধন হয় না। অথচ সেই সম্বন্ধটি শ্রীগুরুচরণই স্ফুরণ করিয়া দেন। শ্রীগুরুপাদাশ্রয়পূর্ব্বক দীক্ষাগ্রহণ না করিলে, শরণাগতি প্রভৃতি ভক্তি-অঙ্গ সাধনের দ্বারা শ্রীভগবান আমার আরাধ্য, (আমি তাঁহার আরাধক)—এইরূপ একটা সামান্য সম্বন্ধের উদ্বোধন হয় বটে কিন্তু দাস্যাদি বিশেষ সম্বন্ধের উদ্বোধন হয় না। মানবের জন্ম দুইপ্রকারে হইয়া থাকে—এক ব্যবহারিক, অপর পারমার্থিক। তন্মধ্যে বিন্দু হইতে যে জন্ম হয়, তাহা ব্যবহারিক; আর নাদ অর্থাৎ ভগবন্মন্ত্র দীক্ষা হইতে যে জন্ম হয়, তাহা পারমার্থিক। পিতা পিতামহ ক্রমে শাণ্ডিল্য, ভরদ্বাজ প্রভৃতির সহিত যেমন একটা সম্বন্ধ হয় এবং তজ্জন্য তাহাতে একটা আবেশ থাকে, তেমনই গুরু পরমগুরুক্রমে শ্রীভগবানের সহিত নিত্য সম্বন্ধবিশেষের উদ্বোধন দীক্ষা গ্রহণের দ্বারাই হইয়া থাকে। যাহারা ভগবানের সহিত সেই দাস্যাদিবিশেষ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের দীক্ষাগ্রহণ করা অবশ্যকর্ত্তব্য এবং দীক্ষাগ্রহণ করিয়া অর্চ্চন করাও অবশ্যকর্ত্তব্য। আগমশাস্ত্রে এইরূপ উল্লেখ আছে—"ভগবন্মন্ত্র যাহা হইতে দিব্যজ্ঞান দান করে এবং নিখিল পাপের সম্যক্ ক্ষয় করে, তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ তাহাকেই দীক্ষা বলে। অতএব শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম করিয়া এবং তাঁহাকে সর্ব্বস্ব নিবেদন করিয়া যথাবিধি দীক্ষাপূর্ব্বক বৈষ্ণবমন্ত্র গ্রহণ করিবে।" এস্থলে দিব্যজ্ঞান শব্দে শক্তিযুক্ত মন্ত্রের এবং সেই মন্ত্রদেবতা শ্রীভগবানের সহিত সম্বন্ধবিশেষের জ্ঞানরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে। এই বিষয়ে পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ড প্রভৃতিতে অষ্টাক্ষরাদি মন্ত্র বিষয়ে যেমন উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাতে দিব্যজ্ঞান শব্দে পূর্ব্ববর্ণিত অর্থই প্রকাশ পাইয়াছে। বিশেষতঃ যাহারা সম্পত্তিমান গৃহস্থ, তাহাদের পক্ষে অর্চ্চনমার্গই মুখ্য। এই বিষয়ে ১০।৮৪।৩৭ শ্লোকে শ্রীমুনিগণ কুরুক্ষেত্রে শ্রীবসুদেব মহাশয়কে বলিয়াছিলেন—"হে বসুদেব! যাহাদের দুইবার জন্ম আছে, এমন গৃহস্থদের পবিত্রভাবে উপার্জিত অর্থের দ্বারা নিষ্কামভাবে পরমপুরুষ শ্রীভগবানকে অর্চ্চন করাই মঙ্গলময় পন্থা। সম্পত্তিমান গৃহস্থ শ্রীভগবানের অর্চ্চন না করিয়া, নিষ্কিঞ্চনের মত কেবল স্মরণনিষ্ঠ হইলে বিত্তশাঠ্য দোষ উপস্থিত